মনের মধ্যে বাগানটা সবুজ

আলেহান্দ্রা পিসারনিকের এই সাক্ষাৎকারটি নেন কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্থা ইজাবেলা মোইয়া, স্পেনের বার্সিলোনা থেকে প্রকাশিত El deseo de la palabra (শব্দের আকাঙ্ক্ষা) পত্রিকায় ১৯৭২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ ও অনুষঙ্গ: বিকাশ গণ চৌধুরী

ইজাবেলা: আপনার কবিতায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলো আপনার কবিতাকে নির্জন, অবৈধ সব অঞ্চল যেমন: শৈশব, আবেগ, প্রেম, মৃত্যু, কবিতা এসবকে প্রতীকস্বরূপ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে বলে মনে করি। আপনি কি এবিষয়ে একমত যে *বাগান, অরণ্য, শব্দ, নৈঃশব্দ্য, ঘুরে বেড়ানো, বাতাস, ভেঙ্গে ফেলা* আর *রাত্রি* এই শব্দগুলো একই সঙ্গে চিহ্ন এবং প্রতীক?

পিসারনিক: আমার মনেহয় আমার কবিতায় আমি শৈশব, ভয়, মৃত্যু, শরীরের গোধূলি সংক্রান্ত অনেক শব্দ নিরন্তর, নিষ্করুণভাবে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করি। অথবা আরো যথাযথভাবে বললে আপনার প্রশ্নে আপনি যেমন বলেছেন সেভাবে বলা যায় চিহ্ন এবং প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি।

ইজাবেলা: আসুন তবে আমরা সেই বাগান আর অরণ্যের আনন্দময় পরিসরে প্রবেশ করি।

পিসারনিক: ছোট্ট অ্যালিসের আজব দেশ নিয়ে বলা একটা কথায় আমি ঘোরগ্রস্ত: 'আমি তো শুধু বাগানটাই দেখতে এসেছি।' অ্যালিস আর আমার দু'জনের কাছেই বাগানটা একটা নির্দিষ্ট মিলনস্থান, কারো সঙ্গে দেখা করবার জায়গা, কিংবা মির্চা এলিয়াদের ভাষায়, 'পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল'। যা আমাকে এই বাক্যটা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে: 'মনের মধ্যে বাগানটা সবুজ।' আমার এই বাক্যটা আমার মনে বেশলারের (Gaston Bachelard) একটা কথা মনে পড়ায়, আশাকরি আমি নির্ভুলভাবেই এটা মনে করতে পারব: 'স্বপ্নস্মৃতির একটা বাড়ি, অতীতবাস্তবের ছায়ার ওপারে হারিয়ে যায়।'

ইজাবেলা: অরণ্য শব্দটা যেন নৈঃশব্দ্যের সমার্থক। আর আমি অন্য অনুষঙ্গগুলোও ধরতে পারি। যেমন, অরণ্য নিষিদ্ধ কিছুর ইঙ্গিত হতে পারে, গোপন কিছুর।

পিসারনিক: অবশ্যই, কেন নয়? কিন্তু এটা শৈশব, রাত্রি আর শরীরকেও ইঙ্গিত করে।

ইজাবেলা: আপনি কি কখনো বাগানে ঢুকেছেন?

পিসারনিক: নিজের কামনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রুস্ত বলেছেন যে কামনাকে বিশ্লেষণ করতে নেই, ওটাকে তৃপ্ত করতে হয়। অন্যভাবে বললে: আমি বাগান নিয়ে কথা বলতে চাই না, আমি ওটা দেখতে চাই। এটা অবশ্যই একটা ছেলেমানুষি, কারণ কখনই আমরা যা চাই তা পাই না। জানি এটা অসম্ভব, তবুও এই অসম্ভবের কারণটাই আমাকে বাগান দেখতে আরও উদ্বুদ্ধ করে।

ইজাবেলা: আমার এই প্রশ্নের উত্তর যখন আপনি দিচ্ছেন তখন আমার স্মৃতিতে আমি যেন আপনার গলায় আপনার একটা কবিতা শুনতে পাচ্ছি: '(ঘুমের ভিতরেও) আমার ভেলকি দেখানোর আর ঝাড়ফুঁকের দেওয়ানেওয়া চলে।'

পিসারনিক: অন্য অনেককিছু করার মধ্যেও আমি কবিতা লিখি কারণ আমি চাই আমি যেসব জিনিস ভয় করি তারা যেন আমাকে পেড়ে ফেলতে না পারে; যাতে আমি *খারাপের* (কাফকা স্মর্তব্য) থেকে দূরে থাকতে পারি। এটা বলা হয় যে কবি হলেন সবচেয়ে বড় থেরাপিস্ট। এভাবে দেখলে কাব্যিক কাজটার সঙ্গে যুক্ত থাকে ঝাড়ফুঁক, ভেলকি দেখানো আর তার থেকেও বেশি সংস্কার করা। একটা কবিতা লেখার মানে মৌলসব ক্ষত, ভাঙ্গাচোরা সবকিছুর সংস্কার করা, সেগুলোকে মেরামত করে সারিয়ে তোলা। কারণ আমরা সবাই ক্ষতবিক্ষত।

ইজাবেলা: নানান রূপকের সাহায্যে আপনি এই মৌল ক্ষতগুলোকে তুলে ধরেন, আমি এটা মনে করতে পারছি কারণ আপনার প্রথমদিকে লেখা একটা কবিতা আমার মধ্যে এই ছাপ রেখে গেছে: 'আমার রক্তের ভিতর বিপদে পরা ত্রস্ত জন্তুটা খাবি খাচ্ছে।' আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে বাতাস এই ক্ষতের এক প্রধান কারিগর, আপনার লেখায় যা প্রায়শই 'বিশাল ক্ষতিসাধক' হয়ে ওঠে।

পিসারনিক: যদিও আমি বাতাস খুবই ভালোবাসি, ঠিকই বলেছেন, কল্পনার মধ্যেও ভয়াবহ রূপ আর রঙের মধ্যে এটা খোঁজা আমার অভ্যাস। বাতাস যখন আমাকে বিহ্বল করে, আমি বনে চলে যাই, আমি বাগান খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।

ইজাবেলা: রাতে?

পিসারনিক: রাতের ব্যাপারে আমি কমই জানি কিন্তু রাতে আমি বেরিয়ে পড়ি। একটা কবিতায় যেমন বলেছিলাম: 'সারা রাত ধরে আমি রাত তৈরি করেছিলাম। সারারাত ধরে আমি লিখেছিলাম। শব্দ ধরে ধরে আমি রাত লিখেছিলাম।'

ইজাবেলা: বয়ঃসন্ধি বিষয়ক একটা কবিতায় আপনি আপনাকে নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

পিসারনিক: নৈঃশব্দ্য: একমাত্র প্রলোভন আর চরম এক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আমি অনুভব করি এক 'অনিঃশেষ ফিসফিসানি' ("ভ্রামণিক ভাষার ঝর্নার চলন আমি খুব ভালো করে জানি")।

ইজাবেলা: আপনার 'আমি যে রাতের সঙ্গে মিলিত হয়' আর 'আমি যে নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে মিলিত হয়' এই দুই ভিন্ন সুরকে মেশাতে গিয়ে আমি দেখি 'আগন্তুক/বহিরাগত', 'মরুভূমির নিঃস্তব্ধতা', 'ছোট্ট তীর্থযাত্রী', 'আমার পরিযায়ী হ্যাঁ', সেই মেয়েটা 'যে সঙ্গীতের মধ্যে ঢুকে নিজস্ব একটা দেশ পাবার জন্য যন্ত্রের মধ্যে ঢুকতে চায়'। আপনার এইসব অন্যান্য স্বরগুলো আপনার ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেগুলোকে বর্ণনা করে; আমার মনে হয় সেটাই আপনার আসল কাজ, মানে আপনি যেভাবে ওগুলো রেখেছেন।

পিসারনিক: ট্রাকালের (George Trakl) একটা কথা মনে পড়ছে: 'দুনিয়ায় আত্মার আকৃতি বড় অদ্ভুত'। আমি তা বিশ্বাস করি, সবকিছুর সীমানার বাইরে কবি সবচেয়ে অদ্ভুত। আমি বিশ্বাস করি শব্দই কবির একমাত্র সম্ভাব্য ঘর।

ইজাবেলা: আপনি সদাই ভয়ে থাকেন যে কবির সেই ঘর সবসময়ই বিপদের মধ্যে রয়েছে: 'জানিনা কিভাবে যা নেই তার নামকরণ করব'। এ সেই সময় যখন আপনি নিজেকে ভাষার কাছ থেকে লুকোতে চান।

পিসারনিক: আমি কিছুটা দ্ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করব: আমি ভাষা *থেকে* লুকোতে ভাষার *মধ্যেই* আশ্রয় নিই। যখন কোনকিছু'র — এমনকি না-কিছু'র – একটা নাম থাকে, তখন সেটা কম প্রতিকূল হয়। 'তা সত্ত্বেও, আমার মধ্যে আছে সেই সংশয় যা চরম আবশ্যিকতায় অব্যক্ত'।

ইজাবেলা: এই জন্যই কি আপনি 'ভাষার সচলতার কারণে তৈরি হওয়া সজীব এমন কিছু যা তাদের নাম করবে' তা খোঁজেন?

পিসারনিক: আমি সেইসব চিহ্ন, শব্দ, কটাক্ষ যা ইঙ্গিত তৈরি করে সেগুলো অনুভব করি। ভাষাকে অনুভব করার এই জটিল প্রক্রিয়া আমার মধ্যে এই বিশ্বাসের বীজ বপন করেছে যে ভাষা বাস্তবকে প্রকাশ করতে পারে না; যা স্পষ্ট/প্রতীয়মান আমরা শুধু সেটাই বলতে পারি। এই ভাবনা থেকেই আমি কামনা করতে শুরু করি আমার সহজাত স্যুরিয়ালিজম আর অন্তরস্থিত অন্ধকারের উপাদান দিয়ে মারাত্মক যথাযথ এমনসব কবিতা লেখার। এইসবই যা আমার কবিতার চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ইজাবেলা: যদিও, ইদানিং আপনি আর সেই যথাযথের খোঁজ করেন না।

পিসারনিক: তা ঠিক; এখন কবিতা ঠিক যেমনটা দাবি করে আমি সেরকমটাই লেখার কথা ভাবি। তবে আমি এ বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চাই না কারণ এখনও অবধি আমি এরকম কবিতা খুব কমই লিখেছি।

ইজাবেলা: তবুও কতগুলো লিখেছেন?

পিসারনিক: ...

ইজাবেলা: 'কী করে নামকরণ করে তা না জানা' তো 'আপনার সম্পূর্ণ নিজস্ব বাক্যবন্ধ'-খোঁজার উদ্বেগের সঙ্গে জড়িত। আপনার বই *'কাজ আর রাতগুলো'* তো এর এক গুরুত্বপূর্ণ/তাৎপর্যময় উত্তর, কারণ এতে আপনি আপনার স্বরে কথা বলতে পেরেছেন।

পিসারনিক: এই কবিতাগুলো নিয়ে আমি প্রচুর খেটেছিলাম, আর এটা জানানো উচিৎ যে এই পরিশ্রম আমাকে বদলে দিয়েছিল, আমি বদলে গেলাম। আমার ভিতরে একটা আদর্শ কবিতা ছিল, আর আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছিলাম। আমি জানি অন্য কেউ এটা অনুভব করতে পারবে না (যা খুবই দুর্ভাগ্যের)। এই বইটা আমায় লেখার স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ দিয়েছিল। আমি যেরকম চাইতাম, লেখার সেরকমই রূপ উদ্ভাবনের সর্বেসর্বা ছিলাম আমি, আমি স্বাধীন ছিলাম।

ইজাবেলা: এর পাশাপাশি 'শব্দরা যারা ফিরে আসবে' তাদের নিয়েও তো আপনার ভয় ছিল?

পিসারনিক: সেসব স্মৃতি। যা ঘটে সেটা হ'ল দৌড়ে আমার পাশ কাটিয়ে যাওয়া শব্দের মিছিলের মুখোমুখি হতে হয় আর নিজেকে একজন স্থবির অসহায় দর্শক বলে বোধ হয়।

ইজাবেলা: আমি দর্পণ দেখেছি, অন্য তট দেখেছি, তার নিষিদ্ধ অঞ্চল আর বিস্মৃতি দেখেছি, আপনার রচনায় 'দু'জন হবার' ভয় দেখেছি, সদৃশভবনের (doppelganger) একটা ভাবনাকে যা পাল্টে দেয় আর আপনার যতরকম হবার সম্ভবনা ছিল তাকে ধারণ করে।

পিসারনিক: আপনি খুব সুন্দর করে বললেন, এটা আমার সকল সত্তারা — যারা আমার ভিতরে লড়াই করে তাদের ভয়। একটা কবিতায় মিশো (অঁরি মিশো) লিখছেন: 'Je suis; je parle a qui-je-fus me parlent... On n'nest pas seul dans sa peau' ('আমি; আমি আমি-যা-ছিলাম তার সঙ্গে কথা বলি আর আমি-যা-ছিলাম তা আমার সঙ্গে কথা বলে... আমাদের চামড়ার ভিতর আমরা একা নই।')

ইজাবেলা: কোনো বিশেষ মুহূর্তে কি এরকমটা ঘটেছিল?

পিসারনিক: যখন আমার ছোটবেলার স্বর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

ইজাবেলা: আপনার একটা কবিতা অনুযায়ী আপনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রেম হ'ল আপনার দর্পণপ্রেম। ওতে আপনি কী দেখেন?

পিসারনিক: অপরকে, যা আমি। (সত্যিটা হ'ল দর্পণের ব্যাপারে আমার একটা ভয় আছে।) মাঝেসাঝে আমরা কাছাকাছি আসি। যখন লিখি তখন প্রায় সবসময়।

ইজাবেলা: একদিন রাতে এক সার্কাসে 'যখন মশাল হাতে একদল ঘোড়সওয়ারেরা তাদের কালো খাঁচার চারদিকে গোল হয়ে ঘুরছিল' তখন আপনি 'একটা হারানো ভাষা' উদ্ধার করেছিলেন। কী ছিল 'আমার হৃদয়ের জন্য বালিতে ঘোড়ার খুরের তপ্ত আওয়াজ মতো' সেই ব্যাপার?

পিসারনিক: তা ছিল অনুদ্ধার করা সেই ভাষা, যেটা আমি খুঁজে পেতে চাইছিলাম।

ইজাবেলা: সম্ভবত আপনি সেটা পেইন্টিংয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন?

পিসারনিক: আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগতো কারণ এর মধ্যে আমি নৈঃশব্দ্যের ভিতর অন্তরের ছায়াগুলোকে ইঙ্গিতে মূর্ত করে তুলতে পারতাম। ছবি আঁকার ভাষায় অতিরিক্ত মিথ্যা বলার প্রবণতার ঘাটতি আমাকে আকর্ষণ করতো। শব্দ নিয়ে অথবা, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, আমার *নিজস্ব* শব্দের খোঁজ, আমাকে এক চাপের মধ্যে রাখে, যা এই ছবি আঁকার ব্যাপারে অনুপস্থিত।

ইজাবেলা: আপনি রুশোর *'ঘুমন্ত জিপসী'*-কে কেন পছন্দ করেন?

পিসারনিক: এটা সেই সার্কাসের ঘোড়াদের ভাষা। আমি সেই শুষ্ক আধিকারিকের *জিপসী*-চরিত্রটার মতো কিছু একটা লিখতে চাই কারণ তার মধ্যে আছে নৈঃশব্দ্য, আর পাশাপাশি আছে গভীর ও উজ্জ্বল সব ব্যাপারস্যাপারের দিকে ইঙ্গিত। আমি যাঁদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত তাঁরা হলেন বশ, ক্লি, এরনেস্ট।

ইজাবেলা: সবশেষে, আপনাকে জিজ্ঞেস করা যাক আপনি কী করতেন যদি আপনাকে কখনো সেই প্রশ্ন তৈরি করতে হ'ত যেমন কিনা ওক্তাবিও পাস তার *'ধনুক আর সুরবাহার'* বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছিলেন: 'জীবনটাকে কবিতায় পালটে ফেলা কি জীবন থেকে কবিতা তৈরি করার থেকে ভালো নয়?'

পিসারনিক: আমি একটা কবিতায় এর উত্তর দেব: 'আমি শুধু পরমানন্দের মধ্যে বাঁচতে চাই, আমার শরীর দিয়ে গড়ে তুলতে চাই কবিতার শরীর, প্রত্যেকটা বাক্যকে আমার দিন, সপ্তাহ দিয়ে উদ্ধার করতে চাই, এমনকি প্রত্যেকটা শব্দের প্রত্যেকটা বর্ণ যেমন বেঁচে থাকার জন্য বলিপ্রদত্ত তেমনিভাবে শ্বাসেপ্রশ্বাসে কবিতাকে অনুভব করতে চাই।'

আলেহান্দ্রা পিসারনিক (১৯৩৬-১৯৭২,আর্হেন্তিনা) জন্ম আর্হেন্তিনার বৃহত্তর বুয়েনোস আইরেস-এর আবেইয়ানেদা শহরে। জাতিতে রুশ, ধর্মে ইহুদি। পড়াশোনা করেছেন স্প্যানিশ আর ইদিশে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করার সময়ই প্রকাশিত হয় প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ। সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং দর্শন নিয়ে পড়া শুরু করলেও পরে তিনি বিষয় বদলে পেইন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬০ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আসেন প্যারিসে, সেখানে থাকেন ১৯৬৪ পর্যন্ত। এইসময়ে অনুবাদ করেছেন অ্যাঁতনো আর্তো, অঁরি মিশো, এমে সেজার, ইভ বনফোয়া'র কবিতা, মার্গারিত দুরাসের রচনা। পাশাপাশি লিখেছেন সমালোচনা, রচনা করেছেন অত্যাশ্চর্য সব কবিতা, এসময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর 'দিয়ানার বৃক্ষ', যার ভূমিকা লেখেন ওক্তাবিও পাস। দেশে ফেরার পর প্রকাশিত হয় আরও তিনিটি কবিতার বই; তার মধ্যে 'সাংগীতিক নরক' প্রকাশ পায় ১৯৭১ সালে। পরের বছর ১৯৭২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর অতিমাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

ছোটবেলা থেকেই পিসারনিকের সঙ্গী ছিল মৃত্যুচেতনা আর অবসাদ। কবিতায় প্রভাব ছিল— আন্তেনিও পোর্শিয়া, র‍্যাঁবো আর মালার্মে'র, প্রভাব ছিল স্যুরিয়ালিজ়মেরও। তাঁর রচনা জুড়ে আমরা দেখতে পাই একাকীত্ব, শৈশব আর মৃত্যুর উপস্থিতি। বার বার এসেছে বাগান, অরণ্য, শব্দ, নৈঃশব্দ্য, ঘুরে বেরানো, বাতাস, ভেঙ্গে ফেলা আর রাত্রি।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: দিয়ানার বৃক্ষ (১৯৬২), কাজ আর রাত (১৯৬৫), সাংগীতিক নরক (১৯৭১)